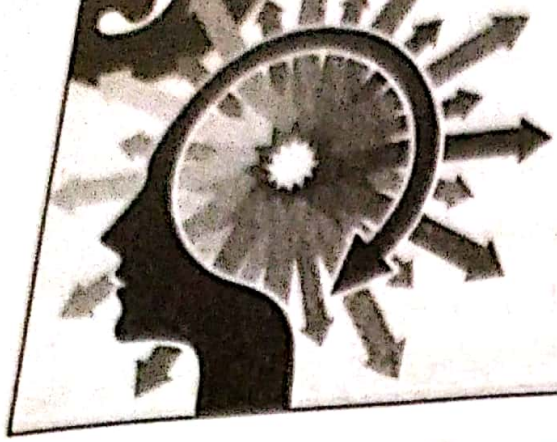

দর্শনের শাখাসমূহ
(Schools of Philosophy)

ভারতীয় দর্শন মূলত আধ্যাত্মিক (Spiritual) এবং ব্যাবহারিক সত্যের উপলব্ধির (Practical realisation of truth) উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যদর্শন বা সত্যের উপলব্ধি ভারতীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ভারতীয় দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, বরং কীরূপে সত্যকে আশ্রয় করে সংযত, মার্জিত ও মুক্ত জীবনযাপন করা যায়—এই ব্যাবহারিক দিকটিও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে কমবেশি নিহিত। বস্তুত শুধু জ্ঞানলাভই নয়, পরমার্থ লাভের জন্য জীবনচর্যা নির্বাহ করাও ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় দর্শনে প্রধানত আত্মজ্ঞান বা আত্মার উপলব্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিই ভারতীয় দর্শনে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই দর্শন হল এক আধ্যাত্মিক অনুভব, এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা আত্মচেতনায় প্রকাশ পায়।

ভারতীয় দর্শন বলতে বেদপন্থী, বেদবিরোধী, ঈশ্বরবিশ্বাসী, ঈশ্বর অবিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক ও জড়বাদী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক চিন্তাকে বোঝানো হয়েছে।

একদিকে যেমন বেদপন্থী ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন চিন্তা ভারতীয় শিক্ষাদর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে বেদবিরোধী চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন চিন্তা ভারতীয় শিক্ষা চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে।

পাদটীকা: বেদের শব্দগত অর্থ বিদ্যা বা জ্ঞান। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞানলাভ করা যায় না, সেই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান এই শাস্ত্র থেকে জানা যায় বলে এই শাস্ত্রকে বেদ বলে।

বেদকে বলা হয়েছে অপৌরুষেয়; অর্থাৎ কোনো মানুষের দ্বারা তা রচিত নয়। বেদ নিত্য, বেদের সৃষ্টি নেই, বিনাশ নেই। বেদ স্বতঃপ্রমাণ।

বেদ চতুর্ধা বিভক্ত। যেমন—

এক॥ ঋগ্‌বেদ: ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রকে ঋক্ বলা হয়। যজ্ঞকালে ঋক্‌মন্ত্র স্তব করে দেবতাদের আহ্বান করা হয়।

দুই॥ যজুর্বেদ: গদ্যময় মন্ত্র যজুঃ। গদ্যময় মন্ত্রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হয়।

তিন॥ সামবেদ: গীতরূপ মন্ত্র সাম। দেবতাদের উদ্দেশ্যে সামগান করা হয়।

চার॥ অথর্ববেদ: অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহ অথর্ববেদে সন্নিবেশিত।

Scanned with CamScanner

ভারতীয় দর্শন বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন মতাদর্শ পরিলক্ষিত হয়। আবার মতাদর্শগুলি বিরুদ্ধভাবাপন্নও মনে হয়। কিন্তু এ বিরোধ আপাত, প্রকৃত বিরোধ নয়। আসলে ভারতীয় দর্শনের সকল শাখাপ্রশাখাকে পরম উপলব্ধির বিকল্প ব্যাখ্যা (Alternative explanations) বলা যায়।

ভারতীয় দর্শনের সাধারণ ধারণা (Common Ideas of Indian Philosophy)

ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির কতকগুলি সাধারণ ধারণা (Common ideas) পরিলক্ষিত হয়। প্রধান ধারণাগুলি নীচে বর্ণনা করা হল—

- **আধ্যাত্মিক ও ধর্মভিত্তিক (Spiritual and Religious):** চার্বাক ছাড়া ভারতীয় দর্শন মূলত আধ্যাত্মিক (Spiritual), ধর্মভিত্তিক (Religious)। অধ্যাত্ম নীতি ও ধর্ম ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি। দর্শন ও ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। 'আত্মাকে দেখো' (See thyself) সকল দর্শন সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। **ড. রাধাকৃষ্ণণ** বলেন—ভারতীয় দর্শন স্বরূপত আধ্যাত্মিক।
- **আত্মার স্থায়িত্বে বিশ্বাসী (Permanence of Self):** ভারতীয় দর্শনে বিশ্বজগৎ অনিত্য, শুধু জীবের মধ্যস্থ আত্মা অবিনশ্বর ও শাশ্বত। চার্বাক ও বৌদ্ধদর্শন ছাড়া ভারতীয় ষড়্‌দর্শন সাধারণত আত্মার স্থায়িত্বে বিশ্বাসী।
- **কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ (Law of *Karma* and Rebirth):** চার্বাক ছাড়া অন্যান্য সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এক সর্বব্যাপী নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস করে। এই নৈতিক নিয়মের জন্যই মানুষ যা কর্ম করে তার ফল অবশ্যই ভোগ করবে। এই তত্ত্বকেই কর্মবাদ বা Law of *Karma* বলা হয়। শাশ্বত, চিরন্তন আত্মা কর্মফল অনুসারে দেহ ধারণ করে এবং কর্মফল ভোগ করে।

  ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদের বিশ্বাসও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবিদ্যার নাশ এবং নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মানুষ পুনর্জন্মের হাত থেকে রেহাই পায়।
- **আত্মোপলব্ধি (Self-realization):** আত্মোপলব্ধি ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার উপলব্ধি ঘটে। **আত্মানং বিদ্ধি**—এই আত্মোপলব্ধির মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের পরম সত্য নিহিত। এই আত্মা এক আধ্যাত্মিক সত্তা, কোনো জড় দ্রব্য নয়, একথা চার্বাক ছাড়া আর সকল ভারতীয় দর্শনেই স্বীকার করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৩.১. ভারতীয় দর্শনে আত্মার ধারণা (The Concept of self in Indian Philosophy)

'আত্মা' বলতে সাধারণত দেহ-মন অতিরিক্ত এক চেতন সত্তাকে বোঝায়। দেহ ও মনের পরিবর্তন ঘটলেও আত্মার পরিবর্তন হয় না। 'আমিত্ব' বোধের মূলে হচ্ছে এই আত্মা। দেহ কখনো রুগ্ন, কখনো স্বাস্থ্যবান; মন কখনো বিষণ্ন, কখনো প্রফুল্ল; কিন্তু আমিত্ববোধের মূলে যে আমি অর্থাৎ আত্মা তার কোন অবস্থান্তর হয় না, তা সর্বদা 'আমি'-রূপে অভিন্ন থাকে।

এই আত্মা হচ্ছে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা এবং চৈতন্য, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার গুণ। অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকরা এই প্রকার আত্মার অস্তিত্ব মানেন যদিও তাঁদের সকলেই

Scanned with CamScanner

সাংখ্য দর্শন

SĀNKHYA PHILOSOPHY

৯.১. সাংখ্য দর্শনের ভূমিকা (Introduction to Sānkhya System)

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাংখ্য দর্শনকেই অনেকে প্রাচীনতম দর্শন বলে গণ্য করেন। ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, কঠ এবং বিশেষ করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, মহাভারত, ভগবতগীতা, স্মৃতি ও পুরাণে সাংখ্যমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আদিবিদ্বান' নামে খ্যাত কপিলমুনি সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। এই দর্শনের প্রথম গ্রন্থ কপিল রচিত **'সাংখ্যসূত্র'**। গ্রন্থটি অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় মহর্ষি কপিল **'সাংখ্য-প্রবচনসূত্র'** নামক গ্রন্থে সাংখ্যমতের বিষদ আলোচনা করেন। কপিলমুনির এই গ্রন্থটির নামানুসারে সাংখ্যদর্শনকে 'সাংখ্য-প্রবচন'ও বলা হয়। সমানতন্ত্র যোগদর্শনের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশের জন্য সাংখ্যদর্শনকে **'নিরীশ্বর সাংখ্য'** এবং যোগদর্শনকে **'সেশ্বর সাংখ্য'** নামেও অভিহিত করা হয়। **যোগদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত। কপিলের সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়নি।**

কপিলের পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য **আসুরি** এবং আসুরির শিষ্য **পঞ্চশিখ** সাংখ্যমতের বিস্তৃত আলোচনাপূর্বক গ্রন্থরচনা করেন। তবে, মহর্ষি কপিলের, আসুরি ও পঞ্চশিখের, গ্রন্থগুলি এখন বিলুপ্ত। সাংখ্যদর্শনের প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে যেটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে, তাহল **পণ্ডিত ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত 'সাংখ্যকারিকা'**। সাংখ্যকারিকা থেকেই মহর্ষি কপিল ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য আসুরি ও পঞ্চশিখ সম্বন্ধে এবং তাঁদের গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেককিছু জানা যায়। সাংখ্যদর্শনের আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল— গৌড়পাদের 'সাংখ্যকারিকা ভাষ্য', বাচস্পতির 'তত্ত্বকৌমুদী', বিজ্ঞানভিক্ষুর 'সাংখ্য-প্রবচনভাষ্য' ও 'সাংখ্যসার' এবং অনিরুদ্ধের 'সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রবৃত্তি'।

সাংখ্যদর্শনের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত আছে। অনেকের মতে, 'সংখ্যা' শব্দ থেকেই 'সাংখ্য' শব্দের উৎপত্তি। 'সংখ্যা' শব্দের অর্থ 'পরিসংখ্যান' বা 'গণনা'। সাংখ্যকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরিসংখ্যান্ বা গণনা করেন বলেই তাঁদের দর্শনকে 'সাংখ্যদর্শন' বলা হয়। আবার অনেকের মতে, 'সংখ্যা' শব্দের অর্থ 'সম্যক্‌জ্ঞান'- 'সং' অর্থে 'সম্যক্' এবং 'খ্যা' অর্থে 'জ্ঞান'। এই অর্থে, যে শাস্ত্র পাঠ করলে সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করা যায় তারই নাম 'সাংখ্যদর্শন'। এই দ্বিতীয় অভিমতই বেশি যুক্তিযুক্ত। **দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনের সার কথা হল— পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি মূল তত্ত্বের সম্যক্‌জ্ঞান লাভ হলে তবেই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে জীব কৈবল্য বা মুক্তিলাভ করতে পারে।**

Scanned with CamScanner